WBCLA

News Letter

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র

Vol. XIX January-2010— June, 2010 No. 1-2

সম্পাদকীয়

বর্তমান সংখ্যাটিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথমত: কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারী নির্দেশনামায় কলেজ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক সমতুল মর্যাদার উল্লেখ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর যথারীতি Non-teaching Staff হিসেবে গণ্য করে চলেছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: কেন্দ্রিয় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৬-এর সংশোধিত বেতনক্রমের নির্দেশনামায় সর্বস্তরের গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ কতকগুলি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এজন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর কাছে যথারীতি আবেদন করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা ও চাকুরির শর্তাবলী সংক্রান্ত সমস্যা বিগত তিন দশকেরও বেশী। প্রতিবাদ, আবেদন-নিবেদন প্রভৃতি পদক্ষেপগুলির প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহানুভূতিমূলক সমাধানের পদক্ষেপ নেয়নি। দাবী আদায়ের জন্য আদালতের দারস্থ হতে হয়েছে। বিগত ২০০৩ সাল থেকে মামলা চলছে। প্রায় শেষ পর্যায়ে। পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিক বন্ধুদের যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যের জন্য বার বার আন্তরিক অনুরোধ জানানো হয়েছে। অনেকেই (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকগণ) যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। দাতাগণের নামের সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য যাঁদের নাম উল্লেখ থাকবে না, তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি সংশোধনের জন্য যোগাযোগ করতে। আর্থিক কারণে বহু কাজ করা সম্ভব হয়নি। তাই, অনুরোধ জানাবো, সমিতিকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য এবং অকৃপণ সহযোগিতা করতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা সকলেই কলেজ গ্রন্থাগারিকদের একমাত্র সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি-কে ভারতবর্ষে অন্যতম শক্তিশালী সংগঠনে রূপ দিতে বদ্ধ পরিকর হবো।